[redacted]

[redacted]

[redacted]

[redacted]

[redacted]

[redacted]

[redacted]

[redacted]

[redacted]

[redacted]: [redacted]

[redacted]

[redacted]

স্বপ্ন নেই। সে শুধু বাঁচতে চাই। জন্ম থেকে ব্যাধি নিয়েই তার পৃথিবীতে আসা।

শিশু মুস্তাকিন মেহেরপুরের গাংনী উপজেলার ধানখোলা ইউনিয়নের মহিষাখোলা গ্রামের দিন-মজুর শমসের আলীর ছেলে।

মুস্তাকিনের বাবা শমসের আলী জানান,৪ ছেলে-মেয়ে নিয়ে দিন মজুরের কাজ করে সংসারের খাবার জোগাড় করায় কষ্টকর হয়ে পড়ে। তারপর আমার পরিবারের সবার ছোট মুস্তাকিনের টিউমার রোগের কারণে প্রতিদিন ৪শ টাকার ওষধ কিনতে হয়। আমি যা রোজগার করি প্রতিদিন তার দ্বিগুন টাকা ওষধ কিনতে বিভিন্ন মানুষের কাছে ধার-দেনা করতে হয়।

মুস্তাকিনকে দেশের বিভিন্ন ডাক্তারের কাছে চিকিৎসার জন্য নেয়া হয়েছে। ডাক্তাররা টিউমার অপারেশন করার পরামর্শ দিয়েছেন। অপারেশন করার জন্য কয়েক লাখ টাকা দরকার। তাই দেশের সকল শ্রেণীর মানুষ আমার আদরের টুকরো মুস্তকিনের চিকিৎসার জন্য সহযোগিতা করলে,হয়তো মহান আল্লাহ তাকে প্রাণ ভিক্ষা দেবে।

প্রিয় পাঠক,আপনার সামান্য সহযোগিতায় মুস্তকিনের হাঁসি ফুঁটতে পারে। তাই তাকে সাহায্যে করার জন্য মুস্তাকিনের বাবা শমসের আলীর বিকাশ নং-০১৯৩৬২৮৯৭৩৫

মুজিবনগরে সেই অসহায় মাকে শাড়ি কিনে দিলেন তথ্য আপা

মুজিবনগরে জমি নাই ঘর নাই বাঁশ তলায় বসবাস করা বৃদ্ধ মা ও তার প্রতিবন্ধী ছেলের করুন কাহীনি মেহেরপুর প্রতিদিন পত্রিকায় তুলে ধরার পর নিজ উদ্যেগে সেই বৃদ্ধ মাকে শাড়ি কিনে দিয়েছেন উপজেলা তথ্য সেবা কর্মকর্তা তানিয়া খন্দকার।

সোমবার সকালে তিনি নিজে যেয়ে বৃদ্ধ মাকে সেই শাড়ি পরিয়ে দিয়ে আসেন। আর এই মানবতা দেখে বৃদ্ধ মা হালিমা খাতুন আনন্দে আপ্লুপ্ত হয়ে উঠেন।

তিনি বলেন আমাকে এভাবে কেউ সহযোগীতা করবে সেটা কখনো ভাবতেই পারিনি। এ সময় তিনি তথ্য আপার জন্য দোয়া কামনা করেন।

তথ্য আপা তানিয়া খন্দকার জানান, মেহেরপুর প্রতিদিন পত্রিকায় অসহায় ব্যক্তিটির গল্প পড়ার পর নিজের কাছে খুব খারাপ লাগছিলো। কতই না কষ্টে বসবাস করছে তারা। পরে আমি চিন্তা করলাম তাকে দেখতে যাবো। আর মনে হলে তাকে যদি ছোট কিছু দিয়েও সহযোগীতা করতে পারতাম তাহলে হয়তো কিছুটা উপকৃত করতে পারবো।আর সেই লক্ষে সোমবার সকালে তার জন্য একটি শাড়ি কিনে বৃদ্ধ মার হাতে তুলে দিয়ে আসি।

মেপ্র/ইএম

মেহেরপুরে প্রশাসনের কর্মচারীদের পদবী পরিবর্তনের দাবিতে কর্মবিরতি

জেলা প্রশাসন সহ মাঠ প্রশাসনে কর্মরত কর্মচারীদের পদবী পরিবর্তন এবং বেতন গ্রেড উন্নতি করনণর দাবিতে কর্মবিরতি পালন করেছে বাংলাদেশ কালেক্টরেট সহকারী সমিতি (বাকাসস) মেহেরপুর জেলা শাখা।

সোমবার সকালে তারা জেলা প্রশাসকের কার্যালয় চত্বরে সকাল ১০টা থেকে ১২ টা পর্যন্ত এ কর্মবিরতি পালন করে।

বাকাসস এর মেহেরপুর জেলার নেতা আফতাব আলী খান, নিজাম উদ্দিন, রফিকুল ইসলাম আব্দুর রহমান সহ অন্যান্য কর্মকর্তারা অংশগ্রহণ করেন।

মেপ্র/ইএম

[redacted]

[redacted]

মেলা অনুষ্ঠিত

‘স্কুল হোক বিজ্ঞান শিক্ষার আনন্দময় কর্মকান্ডের কেন্দ্রবিন্দু’ এ শ্লোগানকে সামনে রেখে ঝিনাইদহে অনুষ্ঠিত হয়েছে আন্ত:স্কুল বিজ্ঞান মেলা।

উদ্ভাবন ও বিজ্ঞানের প্রতি শিক্ষার্থীদের মনোযোগ আকৃষ্ট করতে শহরের পুরাতন ডিসি কোর্ট চত্বরে দিনব্যাপী এ মেলার আয়োজন করে ওয়েলফেয়ার এফোর্টস (উই) নামের একটি সংগঠন। সকালে ফিতা কেটে এ মেলার উদ্বোধন করা হয়। পরে পুরাতন ডিসি কোর্ট মুক্তমঞ্চে আলোচনা সভা অনুষ্ঠিত হয়।

সরকারি নুরুন্নাহার মহিলা কলেজের সাবেক উপাধ্যক্ষ এন এম শাহজালালের সভাপতিত্বে অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন জেলা প্রশাসক সরোজ কুমার নাথ। বিশেষ অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন অতিরিক্ত জেলা প্রশাসক (শিক্ষা ও আইসিটি) রবিউল ইসলাম, জেলা মাধ্যমিক শিক্ষা অফিসার সুশান্ত কুমার দেব প্রমূখ। অনুষ্ঠান পরিচালন করেন ওয়েলফেয়ার এফোর্টস(উই) এর পরিচালক শরিফা খাতুন। আলোচনা সভা শেষে অতিথিবৃন্দ বিভিন্ন স্টল ঘুরে দেখেন।

দিনব্যাপী এ আয়োজনে ঝিনাইদহ সদর ও হরিণাকুন্ডু উপজেলার ৩০ টি মাদ্রাসা ও মাধ্যমিক বিদ্যালয়ের বিজ্ঞান ক্লাবের সদস্যরা তাদের নিজেদের চিন্তা ও গবেষণায় তৈরি প্রজেক্ট প্রদর্শণ, দেয়ালিকা ও কুইজ প্রতিযোগিতায় অংশগ্রহন করে মেলাকে উৎসব মূখর ও প্রাণবন্ত করে রাখে।

মেপ্র/ইএম

আলমডাঙ্গায় পুকুরে বিষ প্রয়োগে লক্ষাধিক টাকার মাছ

নষ্ট

চুয়াডাঙ্গার আলমডাঙ্গা উপজেলার পাঁচকমলাপুরে একটি পুকুরে বিষ প্রয়োগে লক্ষাধিক টাকার মাছের ক্ষতি হয়েছে।

রবিবার রাতের কোনো এক সময় পুকুরে বিষ প্রয়োগ করে দূর্বৃত্তরা। সোমবার সকাল থেকে পুকুরে মাছ মরে ভেসে উঠতে থাকে।

স্থানীয়রা জানায়, উপজেলার পাঁচকমলাপুর দক্ষিণপাড়া গ্রামের মৃত গোলাম রসুলের ছেলে সাজ্জাদ হোসেন, সেলিম হোসেন ও ভাতিজা সেন্টু মিয়ার বাড়ির পার্শ্ববর্তী একটি পুকুরে মাছ চাষ আছে। যেখানে রুই, কাতলা, তেলাপিয়া, সিলভার কার্প, গ্রাসকার্প, মৃগেল, বাটাসহ বিভিন্ন প্রজাতির মাছের চাষাবাদ করা হয়।

কিছুদিন আগেও বিভিন্ন প্রজাতির ২০ মণ মাছ ছাড়া হয়। রবিবার রাতে কে বা কারা পুকুরটিতে বিষ প্রয়োগ করে। সকালে সব মাছ মরে ভেসে ওঠে।

পুকুর মালিক সাজ্জাদ হোসেন বলেন, ‘এই পুকুরে আমরা ১০/১২ বছর ধরে মাছ চাষ করি। সোমবার সকালে পুকুরে গিয়ে মরা মাছ তুলে দেখি তার শরীরে বিষের গন্ধ। পুকুরের পাশ থেকে বিষের খালি বোতল (সোপান ৫৫ ইসি) আর বিষ মাখানো চাল পেয়েছি।’

খবর পেয়ে আলমডাঙ্গা থানার এএসআই সাইদুর রহমান ঘটনাস্থল পরিদর্শন করে সত্যতা নিশ্চিত করেন।

লালদীঘিতে ২৪ জনকে হত্যা মামলায় ৫ জনের ফাঁসি

চট্টগ্রামের লালদীঘিতে আওয়ামী লীগ সভাপতি শেখ হাসিনার জনসভায় ২৪ জনকে হত্যা মামলার রায় ঘোষণা করা হয়েছে। রায়ে পাঁচজনের মৃত্যুদণ্ডের আদেশ দিয়েছেন আদালত।

সোমবার বিকালে চট্টগ্রামের বিশেষ জজ আদালতের ভারপ্রাপ্ত বিচারক চট্টগ্রাম জেলা ও দায়রা জজ মো. ইসমাইল হোসেন এ রায় ঘোষণা করেন।

মৃত্যুদণ্ডপ্রাপ্ত চার আসামি কারাগারে আছেন। অপর আসামি ইন্সপেক্টর জেসি মণ্ডল পলাতক।

এর আগে রোববার আদালতে রাষ্ট্রপক্ষের যুক্তি উপস্থাপন করা হয়। গত ১৪ জানুয়ারি মামলাটির সাক্ষ্যগ্রহণ শেষ হয়।

প্রসঙ্গত ১৯৮৮ সালের ২৪ জানুয়ারি লালদীঘি মাঠে আওয়ামী লীগের জনসভা শুরুর আগে শেখ হাসিনাকে বহনকারী ট্রাক আদালত ভবনের দিকে আসার সময় গুলিবর্ষণ শুরু হয়। এতে ২৪ জন মারা যান। গুলিবর্ষণের সময় মানববেষ্টনী তৈরি করে শেখ হাসিনাকে আইনজীবী সমিতি ভবনে নিয়ে যাওয়া হয়।

এ ঘটনায় ১৯৯২ সালে আইনজীবী মো. শহীদুল হুদা বাদী হয়ে মামলা করেন। ১৯৯৭ সালে মামলার প্রথম অভিযোগপত্র এবং অধিকতর তদন্ত শেষে ১৯৯৮ সালে দ্বিতীয় দফায় অভিযোগপত্র দেয়া হয়।

সম্ভাবনাময় ফ্রিল্যান্সিং পেশা

বাংলাদেশের চাকুরীর বাজার খুবই নাজুক অবস্থায় আছে, যেখানে ৪৭% শিক্ষিত জনগোষ্ঠী বেকার। বাংলাদেশ পরিসংখ্যান ব্যুরো (বিবিএস) এর ২০১৬-১৭ অর্থবছর শেষে সারা দেশে ২৬ লাখ ৭৭ হাজার বেকার আছেন।

বিশ্বব্যাংক প্রকাশিত “বাংলাদেশ স্কিলস ফর টুমরোস জবস” প্রতিবেদনে বলা হয়েছে, দেশের কলেজগুলো থেকে স্নাতক সম্পন্ন করা ৭০ শতাংশ বেকার থাকে। যেখানে পর্যাপ্ত চাকুরীর ক্ষেত্র তৈরি হয় না, সেখানে বিকল্প পেশা হিসাবে সম্মানজনক অবস্থায় আছে ফ্রিল্যান্সিং বা মুক্তপেশা।

ফ্রিল্যান্সিং খাতে বাংলাদেশ বেশ ভাল অবস্থানে আছে, বিশ্বে বাংলাদেশের দক্ষ পেশাদারদের দিয়ে কাজ করানো হচ্ছে শত কোটি টাকার। হিসেব মতে বাংলাদেশে ফ্রিল্যান্সার আছে ৫ লক্ষাধিক।

[redacted]

[redacted]

[redacted]

[

ধৈর্যশীল হতে হবে। কাজ বুঝার বা কাজ করার মত ক্ষমতা অর্জন করতে হবে। ফ্রিল্যান্সার হওয়া যেমন কঠিন, তেমন একজন সফল ফ্রিল্যান্সারের আয়ও কম নয়। কঠোর পরিশ্রম, ধৈর্যশীল হওয়া, নির্দিষ্ট বিষয়ে বিশেষজ্ঞ হওয়া, শেখার ইচ্ছা প্রবল থাকা।

ফ্রিল্যান্সিং কিভাবে শিখবেন?
আমি মূলত অনলাইন প্রোফেশনাল হওয়া বা অনলাইনের কাজ গুলোর কথাই বলছি। কোন ভাবে ভেবে নেবেন না আমরা অনলাইনে কাজ করি, অনলাইন হল আমাদের শুধুই কাজ পাওয়ার মাধ্যম মাত্র।

মনে করেন আপনি একটি ইকমার্স ওয়েবসাইটে গিয়ে একটি টি-শার্টের অর্ডার দিলেন, ওনারা আপনাকে প্রোডাক্ট সুন্দরবন কুরিয়ারের মাধ্যমে পাঠিয়ে দিল। এখানে ইকমার্স অনলাইনের মাধ্যমে একটি অর্ডার বা ক্লাইন্ট পেল, বাকি কাজ গুলো স্বাভাবিক। আমরাও অনলাইনের মধ্যে কাজ পায়, বাকি কাজ গুলো স্বাভাবিক ভাবেই করতে হয়।

আগে আপনি ঠিক করুন আপনার কি ধরণের কাজ করতে ভাল লাগে। যেমন ওয়েব ডেভেলপমেন্ট, গ্রাফিক ডিজাইন, ডিজিটাল মার্কেটিং, অ্যাকাউন্টিং, এইচআরএম ইত্যাদি, প্রয়োজনের গুগলে সার্চ করে দেখে নিন কি কি কাজ অনলাইনে পাওয়া যায়। তার উপরে ভিত্তি করে আপনি স্থির করুন আপনি কোন কাজে ভাল বা আপনার জন্য কোন কাজটা ভাল হবে।

সেক্ষেত্রে বিশেষজ্ঞ বা সফল ফ্রিল্যান্সারের সাথে আলাপ করতে পারেন। নির্বাচিত বিষয় নিয়ে ইউটিউবে বা গুগলে সার্চ করুন। অনেক ইউটিউব চ্যানেল পাবেন যারা টিউটোরিয়াল দিচ্ছে বা অনেক ওয়েবসাইট আছে যারা অনলাইন কোর্স দিচ্ছে। যেমন ইশিখন, টেন মিনিট স্কুল ইত্যাদি।

মেহেরপুরে বেশ কয়েকটি প্রতিষ্ঠান আছে যারা ফ্রিল্যান্সিং ট্রেনিং দেয় এবং আমঝুপিতে অল্টারনেটিভ স্কুল নামের একটি প্রতিষ্ঠান আছে যারা ফ্রিল্যান্সিং ট্রেনিং দেয়। যারা ঢাকাতে আছেন বা অন্য জেলাতে আছেন খোঁজ নিয়ে দেখুন উক্ত এলাকাতে ট্রেনিং দেয় এমন প্রতিষ্ঠান থাকতে পারে, না থাকলে অনলাইন কোর্স করুন।

যেহেতু অনেক কিছু শিখতে হয় আমি ব্যাক্তিগত ভাবে কোন এক্সপার্ট বা প্রতিষ্ঠান থেকে প্রশিক্ষণ নেওয়ার কথায় বলব। সঠিক দিক নির্দেশনা, মোটিভেশন এবং শাসন পাবেন। আর নতুনদের জন্য শুধু অনলাইন থেকে শিখতে বেশ কঠিন হতে পারে।

কাজ শিখে কাজ পাবেন কোথায়?
অনলাইনে এই জাতীয় কাজের অনেকগুলো ওয়েবসাইট বা মার্কেটপ্লেস আছে। যেখানে যে ক্লাইন্টের বা কোম্পানির কাজ আউটসোর্স করা লাগে, তাঁরা মার্কেটপ্লেস গুলোতে জব পোস্ট করে রেখে দেন এবং ফ্রিল্যান্সাররা উক্ত জবে এপ্লিকেশন করেন।

ক্লাইন্টের পছন্দ হলে ক্লাইন্ট আপনাকে হায়ার করবেন। কাজ করাবেন এবং উক্ত মার্কেটপ্লেসেই আপনাকে আপনার পারিশ্রমিক হিসাবে টাকা বা ডলার দিয়ে দেবেন।

উক্ত টাকা বা ডলার আপনি বাংলাদেশের যেকোনো ব্যাংকে উত্তোলন করতে পারবেন, আপনার নিজের ক্রেডিট কার্ড বা পেপ্যাল থাকা বাধ্যতামূলক না। আপওয়ার্ক, ফ্রিল্যান্সার ডট কম, ফাইবার, পিপল পার আওয়ার, গুরু, বাংলাদেশী বিল্যান্সার জনপ্রিয় মার্কেটপ্লেস গুলোর অন্যতম।

আমি কেন ফ্রিল্যান্সিং পেশা বেছে নিলাম?
আমার ছোটবেলা থেকে আইটির প্রতি অনেক আগ্রহ ছিল। পারিবারিক চাপে বিবিএ এবং এমবিএ করলেও আইটিতে কিছু একটা করার প্রবল ইচ্ছা ছিল আমার।

২০০৯ সালের ঢাকা থাকাকালীন সময়ে আমি ফ্রিল্যান্সিং শুরু করি। ফ্রিল্যান্সিং ভাল লাগায়, কর্পোরেট চাকুরী ছেড়ে আমি ফ্রিল্যান্সিং-এই মন দেই, পরে ২০১০ সালে ঢাকা থেকে মেহেরপুরে চলে আসি। ফ্রিল্যান্সিং-এ স্বাধীনতা, স্বাভাবিক চাকুরীর থেকে বেশি আয়ের সুবিধা, নতুন কিছু করার সুবিধা, বিদেশি ক্লাইন্টদের বন্ধুত্বসুলভ আচরণের কারণে ফ্রিল্যান্সিংকে পেশা হিসাবে বেছে নেই।

ফ্রিল্যান্সিং-এ মেহেরপুর
পার্শ্ববর্তী জেলার থেকে মেহেরপুরের ফ্রিল্যান্সিং খাতটি খুবই নাজুক অবস্থানে আছে। আপওয়ার্ক মার্কেটপ্লেসে সার্চ করে দেখা যায়, ১০২ জন নিবন্ধিত ফ্রিল্যান্সার আছে, যার মধ্যে ১৭ জন ফ্রিল্যান্সার আয় করতে পেরেছে, ৬-৭ জন ফ্রিল্যান্সিংকে পেশা হিসাবে বেছে নিয়েছেন।

ফ্রিল্যান্সার ডট কমে সার্চ করে দেখা যায় ৪৯৫ জন (কম-বেশি হতে পারে) ফ্রিল্যান্সার হিসাবে নিবন্ধন করেছেন কিন্তু আয় করতে পেরেছেন মাত্র ৩২ জন। যার মধ্যে ৭-৮ জন ক্যারিয়ার হিসাবে

ফ্রিল্যান্সিংকে বেছে নিয়েছেন।

যেখানে অন্য পেশার থেকে স্বাধীনতা বেশি, চাকুরীজীবী বা ছাত্র বা গৃহিণীরাও ঘরে বসে কাজ করার সুযোগ পাচ্ছেন, এবং মেহেরপুরে যেহেতু পর্যাপ্ত চাকুরীর ক্ষেত্র নাই, সেখানে এই পরিসংখ্যান কোন ভাবেই আশার আলো দেখায় না। বাংলাদেশে অনেক জেলায় আছে যারা এই সুযোগ গুলোকে কাজে লাগিয়ে নিজেদের এগিয়ে নিচ্ছেন, আয়ও করছেন বৈদেশিক মুদ্রা। মেহেরপুরে এই সম্ভাবনাময় খাতকে এগিয়ে নিয়ে যেতে পারলে অনেক বেকারের কর্মসংস্থান করা সম্ভব।

লেখকঃ প্রধান নির্বাহী, ইউনিক সফটওয়ার ডেভেলপমেন্ট কোম্পানি-বাংলাদেশ

তিন উপজেলার দুটিতে নেই সাব-রেজিস্ট্রার, দুর্ভোগে মেহেরপুরবাসী

মেহেরপুরের গাংনী উপজেলা সাব-রেজিস্ট্রার বদলি হয়েছেন গত বছরের ২৯ ডিসেম্বর। মুজিবনগর উপজেলায় সাব-রেজিস্ট্রার নেই এক বছর ধরে। আর ১৪ ডিসেম্বর জেলা রেজিস্ট্রার অবসরে গেছেন। এ পদটিও শূন্য। শুধুমাত্র সদর উপজেলায় রয়েছেন একজন সাব-রেজিস্ট্রার। তিনি সদর ও মুজিবনগর উপজেলা অফিস সামলাতে গিয়ে হিমশিম খাচ্ছেন।

শূন্য পদের ফলে গাংনী উপজেলা সাব-রেজিস্ট্রি অফিসের সকল কার্যক্রম স্থবির। এতে চরম ভোগান্তিতে পড়েছেন জমি কেনাবেচনা ও জরুরী কাজে দলিল উত্তোলন করতে আসা লোকজন। অতিরিক্ত দায়িত্ব কিংবা শূন্য পদ পূরণ না হওয়ায় চরম ভোগান্তিতে পড়েছেন এখানকার মানুষগুলো। শূন্য পদ পূরণ সাপেক্ষে সাব-রেজিস্ট্রি অফিসের কার্যক্রম স্বাভাবিক করতে এখন মন্ত্রণালয়ের দিকে তাকিয়ে আছেন হাজারও ভুক্তভোগী মানুষ।

এদিকে, বেকার সময় পার করছেন দলিল লেখক ও তাদের সহকারীসহ দুই

শতাধিক মানুষ।
গাংনী উপজেলা সাব-রেজিস্ট্রি অফিস সূত্রে জানা গেছে, ভৌগলিক দিক থেকে গাংনী উপজেলা মেহেরপুর জেলার অর্ধেক। জনসংখ্যাও এখানে বেশি। ফলে জমি কেনাবেচনার পরিমাণও অনেক। প্রতি মাসে দেড় থেকে দুই হাজার দলিল রেজিস্ট্রি হয়ে থাকে। সর্বশেষ সাব-রেজিস্ট্রার ২৯ ডিসেম্বর বদলি অবস্থায় ৯ হাজার ৯৭৪টি দলিল ভলিউম রেজিস্ট্রির প্রক্রিয়ায় ছিল। ১৫ ডিসেম্বর পর্যন্ত প্রায় ৩ হাজার ভলিউম হয়েছে। কিন্তু সাব রেজিস্ট্রারের স্বাক্ষরের অভাবে সেগুলো মলিকদের দিতে পারছে না।

একইভাবে আরও ৬ হাজার ৯৭৪টি দলিল ভলিউম রেজিস্ট্রিারে অন্তর্ভূক্ত হচ্ছে। সব মিলিয়ে প্রায় ১০ হাজার দলিল হাতে পাওয়ার অপেক্ষায় দিন গুনছেন দলিল মালিকরা।

জমি ক্রেতা পুর্ব মালসাদহ গ্রামের মুক্তার হোসেন বলেন, আমি এক প্রবাসীর কাছ থেকে দেড় বিঘা জমি কিনে রেজিস্ট্রির দিনক্ষণ ঠিক করি। এখন সেই প্রবাসী আবারও বিদেশ চলে যাচ্ছে। এখন জমি রেজিস্ট্রি না হলে আমার জমির মালিকানা অনিশ্চিত। এ অবস্থায় আমার দুশ্চিন্তার সীমা নেই।

গাংনী উপজেলা সাব-রেজিস্ট্রি অফিসের দলিল লেখক সমিতির সাধারণ সম্পাদক নজরুল ইসলাম বলেন, রেজিস্ট্রি কার্যক্রম বন্ধ থাকায় আমরা ৭০ জন মুহুরী ও ১৫০ জন সহকারী বেকার সময় কাটাচ্ছি। অপরদিকে, ডিসেম্বর মাসে আমাদের সনদ নবায়ন হয়নি। জেলা রেজিস্ট্রার না থাকায় আমাদের দুর্ভোগের কথা বলার জায়গাও নেই।

গাংনী সাব-রেজিস্ট্রি অফিসের টিসি মহরার আবুল কালাম আজাদ বলেন, প্রতিদিনই দলিল নিতে এসে ফিরে যাচ্ছেন দলিল মালিকরা। সাব-রেজিস্ট্রার না থাকায় আমাদের সকল কাজ স্থবির হয়ে পড়েছে। মানুষের নানা মন্তব্য ও গালমন্দও শুনতে হচ্ছে।

এদিকে, মুজিবনগর ও সদর উপজেলা অফিস সামলাচ্ছেন সাব-রেজিস্ট্রার শফিকুল ইসলাম। সদর উপজেলার দায়িত্ব পালনের পাশাপাশি প্রতি বুধবার তিনি মুজিবনগরে জমি রেজিস্ট্রি করেন। এতে সদর ও মুজিবনগর উপজেলার মানুষও ভোগান্তিতে রয়েছেন। সময় মতো দলিল রেজিস্ট্রি ও দলিলের নকল না পেয়ে জরুরী কাজ আটকে যাচ্ছে অনেকের।

২০১৩ সাল থেকে মুজিবনগর উপজেলা সাব-রেজিস্ট্রি অফিসের স্থায়ী কার্যক্রম শুরু হয়েছে। এখানে প্রতি সপ্তাহে ৬০-৭০টি দলিল রেজিস্ট্রি হয়। ২০১৫ সাল থেকে সাব-রেজিস্ট্রার সাদিকুল ইসলাম

তালুকদার ২০১৮ সাল পর্যন্ত কর্মরত ছিলেন। তারপর থেকেই এ পদটি ফাঁকা।

সাব-রেজিস্ট্রার পদায়ন ও বদলি হয় আইন ও বিচার মন্ত্রণালয় থেকে। তাই এ সমস্যা সমাধানে মন্ত্রণালয়ের সুনজর ছাড়া ভোগান্তি লাঘব সম্ভব নয় বলে মনে করেন সাব-রেজিস্ট্রি অফিসের সংশ্লিষ্টরা।

মেহেরপুর জেলা প্রশাসক আতাউল গনি বলেন, সরকারের কাছে জানানো হচ্ছে। আশা করছি আমাদের এলাকার মানুষের দুর্ভোগের কথা চিন্তা করে দ্রুত শূন্য পদে সাব-রেজিস্ট্রার নিয়োগ দেবেন সরকার।